স্মৃতির পাতায়

আমাদের কর্মজীবনের ছোট, ছোট অনেক ঘটনা ঘটে। কিছু ঘটনা আছে যা, আমাদের অনুপ্রাণিত করে আবার কিছু ঘটনা আছে আমাদের মনকে নাড়া দেয়। ছয় অথবা সাত বছর আগের একটি ঘটনা যা আজও আমার মনে দাগ কাটে আছে। আমি চতুর্থ শ্রেণির ইংরেজি ক্লাস পেতাম। ক্লাসটি ছিল টিফিনের আগে। যথারীতি ক্লাসে গিয়েছি, কুশল বিনিময় করেছি, এর মধ্যে লক্ষ্য করলাম ক্লাসের হাঁসি-খুশি মেয়েটির মন খুব খারাপ। আমি তাকে বললাম, “তোমার কি মন খারাপ? কি হয়েছে?”বলার সঙ্গে সঙ্গে তার দু’চোখ বেয়ে জল পরতে শুরু করেছে।আমি তার আরও কাছে গিয়ে বললাম, “আমায় বলতে পারো তোমার সমস্যার কথা।”শিশুটি কেঁদে কেঁদে বললো, “আজ আমাদের বাড়িতে চাল নেই, কাল রাত থেকে না খেয়ে আছি।” উল্লেখ্য তাদের মা-বাবা ঢাকায় পোষাক কারখানায় কাজ করতো। তারা দুই ভাই-বোন নানীর কাছে থাকতো।আমি তার কথা শুনে তাকে কি বলবো তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা।আমারও চোখ দিয়ে পানি আসতে যাচ্ছে।যে শিশু ক্ষুধা নিয়ে শ্রেণিকক্ষে এসেছে,তার জন্য শিক্ষা অর্জনের চেয়ে এই মূহুতে বেশি প্রয়োজন খাদ্যের ।তাকে সান্তনা দিয়ে বললাম, “তুমি কেঁদো না, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।”আমি শ্রেণিকক্ষ থেকে বের হয়ে অফিস কক্ষে আসি কারণ, আমার ব্যাগ ছিল অফিস কক্ষে। কিছু টাকা নিয়ে ক্লাসে ফিরে এসে দেখি ঐ শিশুটির নানী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বললেন, “ওকে একটু ছুটি দেন, আজকে সকালে রান্না করতে দেরি হয়েছে , ওহ না খেয়ে স্কুলে এসেছে, রান্না হয়েছে তাই খাওয়ার জন্য ডাকতে আসছি।” শিশুটি নানীর সাথে বাড়িতে চলে গেলো। আমার টাকা মুঠো মধ্যেই রইল ঐ অবস্থায় দেওয়ার পরিবেশ খুঁজে পেলাম না। এর পর থেকে এধরনের শিশুদের সম্পর্কে বেশি খোঁজ-খবর নিতাম। কোন শিক্ষার্থী পাঠে অমনোযোগী হলে তার পিছনের কারণ জানার চেষ্টা করা উচিত। বেরিয়ে আসে অনেক ঘটনা। এজন্য অনেক শিশু খুব সহজে শিক্ষকের কাছে তাদে কথাগুলো বলতে পারে। আসলে মৌলিক চাহিদা পূরণ না হলে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সঠিক ভাবে হয় না। যা শিক্ষা অর্জনে ক্ষেত্রেও বাধাগ্রস্থ করে।